প্রথম আলো

তারিখ 9 JUN 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রকাশ

জিপিএর ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি, বয়সের শর্ত বাদ

বিশেষ প্রতিনিধি ●

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচনের শর্তটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে একই জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক সমাধান না হলে মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হবে।

সিদ্ধান্তমতে, ভর্তি বা বাছাই পরীক্ষা ছাড়াই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজের (জিপিএ) ভিত্তিতে ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। একই জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রথমে কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনা করা হবে। তাতেও সমাধান না মিললে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডের কাছে একই জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মোট প্রাপ্ত নম্বর জেনে বেশি নম্বরধারীকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করবে।

গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির এই নীতিমালা ঘোষণা করে। নীতিমালা অনুযায়ী ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ ৭ জুলাই। ক্লাস শুরু হবে ১২ জুলাই।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে যারা একই মানের নম্বর পেয়েছে তাদের বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত বা জীববিজ্ঞানে এ প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এতেও সমস্যার সমাধান না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনা হবে। এর পরও সমস্যার সমাধান না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মোট নম্বর সংগ্রহ করে প্রার্থী বাছাই করবে।

বিভাগ নির্বাচন : নীতিমালা অনুযায়ী ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে দেশের যেকোনো শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়, মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যেকোনো একটি এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখা নির্বাচন করতে পারবে।

ভর্তির খরচ : কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদন ফরমের মূল্য বাবদ ১০ টাকা এবং ভর্তি ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০ টাকা অর্থাৎ মোট ৬০ টাকা রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবে। এ ছাড়া ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ফিসহ নিবন্ধন ফি ৫০ টাকা, ক্রীড়া ফি ২৫ টাকা, রোভার স্কাউট বা গার্লস গাইড ফি ১০ টাকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি সাত টাকা, শাখা বা বিষয় পরিবর্তন ফি ২৫ টাকা, পাঠ বিরতি ফি ১০০ টাকা ও বিলম্ব ভর্তি ফি ৫০ টাকা গ্রহণ করা যাবে।

আসনসংখ্যা : ভর্তি নীতিমালায় যা-ই থাকুক না কেন, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। এ ছাড়া সমমেধাসম্পন্ন প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পোষ্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, বিভাগীয় ও জেলা সদরের কলেজগুলোতে ৮৮ শতাংশ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ১২ শতাংশ আসন বিভাগীয় ও জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কলেজগুলো তাদের ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী নিজ কলেজের আসনসংখ্যা নির্ধারণ করে তা ভর্তি বিজ্ঞপ্তির আগেই শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে। ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধানের প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র আটকে রাখতে পারবে না।